Promoting Gender Equality & Enpowerment

"লিঙ্গ সমতা ও ক্ষমতায়নের উত্তরণ"

Training Module on Gender, Sexuality & Sexual Orientation

BEHALA KEERTIKA

বেহালা কীর্ত্তীকা হিংস্রতা মুক্ত ও বৈষম্যহীন এমন এক পৃথিবী কল্পনা করে যেখানে নারী, শিশু ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য শান্তি, সহযোগীতা এবং মর্যাদাবোধ থাকবে।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছালেও আমাদের সমাজে একক মহিলা ও রূপান্তারকামী মানুষেরা আজও নিপীড়িত ও অবহেলিত। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক, সাংবিধানিক অধিকার এবং সরকারের দ্বারা পরিচালিত যে বিশেষ প্রকল্প আছে সেই সম্পর্কে তারা অবহিত নন। এই পুস্তকটি উক্ত জনগোষ্ঠির প্রশিক্ষনের জন্য একটি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে।

কীর্ত্তীকা সম্প্রতি কলকাতা (১৬ টি কে. এম. সি. বোরো) ও কুচবিহার (কুচবিহার, দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা সাবডিভিশন) জেলায় "লিঙ্গ সমতা ও ক্ষমতায়ণের উত্তরন" নামে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য একক নারী ও রূপান্তরকামী মানুষদের নিজের শক্তি সর্ম্পকে সুনিশ্চিত করা যাতে তারা সমস্ত আইনসম্মত অধিকার ভোগ করে ও মর্য্যাদাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তবেই তাদের এই সমাজের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

সুতপা চক্রবর্ত্তী
সম্পাদিকা
বেহালা কীর্ত্তীকা
জুলাই, ২০২৩

একদিনের কর্মশালার কর্মসূচি

সূচীপত্র

প্রথমার্ধ —

দলগত ভাবে একে অপরকে চেনা। —১৫ মিনিট

লিঙ্গ যৌনতা এবং যৌন অভিযোজন। — ১ ঘন্টা

চায়ের বিরতি

ব্যক্তি এবং বস্তু — ৪৫ মিনিট

ক্ষমতায়নের ক্ষমতা — ৩০ মিনিট

মধ্যাহ্ন বিরতি — ১ ঘন্টা

শক্তিশালী ও প্রেরনাদায়ক চলচিত্র দেখানো হবে। — ১৫ মিনিট

(রূপান্তরকামী / একক মহিলাদের আলাদা হবে)

কেস স্টাডি / সমস্যা ও তার সমাধান / দলগত কার্যকলাপ। — ৭৫ মিনিট

আপনার সমস্যা গুলো চিহ্নিত করুন এবং তার পরিবর্তনের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করুণ। — ১ ঘন্টা

অধিবেশন সমাপ্ত

এই বইটি তৈরীর মূল কারণ ঃ-

আমরা এই বইটি তৈরী করছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য লিঙ্গ সমতা এবং অহিংসার মতো বিষয়টিকে একক মহিলা ও রূপান্তর কামী ও সমকামী, উভয়কামী এবং রূপান্তরকামী দের সাথে খোলা মেলা কথাবার্তা বলার জন্য সমশিক্ষা হলো একটি অন্যতম শক্তিশালী উপায় যা সমাজে, সমাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অহিংসা দূর করবে। যার ফলে একক মহিলা ও রূপান্তর কামী সহ সমকামী, এবং উভয়কামীরা সমান অধিকার পাবে এবং নিজেদের সম্ভাবনা গুলোকে প্রকাশ করতে পারবে।

নির্দেশিকার ব্যাবহার ঃ-

এই পদ্ধতিটি মহিলা এবং রূপান্তর কামী সহপাঠীদের সংহতির বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে লিঙ্গ সমতা ও নারীর প্রতি সংহতি ও রূপান্তর কামী দের প্রতি বৈষম্য আইনত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। এখন আমরা যে কার্যকলাপটি করব তাতে কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের বিভিন্ন বয়সি আংশগ্রহণ কারীরা থাকবে। এই পদ্ধতিটি যে কোনো পরিবেশেই করা যেতে পারে। এমন একটি জায়গা খুঁজে বার করতে হবে যেখানে ছোট ছোট দলে করতে পারে খুব সাচ্ছন্দে বসতে পারে সেখানে তারা অবাধে কার্যকলাপ গুলি করতে পারে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজনে টেবিল সরিয়ে ঘরে এবং ঘরের বাইরে জায়গা করে নিতে পারে।

পরিচয় এর মাধ্যমে আইস ব্রেকিং

সময় ১৫ মিনিট

বন্ধু খোঁজা / দল গত ভাবে একে অপরকে চেনা।

এখানে যে খেলাটি খেলা হবে সেখানে অংশগ্রহণকারীদের দলে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের হাতে একটি করে পৃষ্ঠা দেওয়া হবে, যেখানে নির্দেশ দেওয়া হবে পাঁচটা করে অন্য দলের অংশ গ্রহন কারীদের ভালো গুন

/ পছন্দ / অপছন্দ এবং ভয় সময়ে লিখতে বলতে হবে, তার পর একজন অন্য জনের কাছে গিয়ে জানবে যে তারা কতটা ঠিক লিখেছে, যদি পাঁচটা জিনিস মিলে যায়, তাহলে সেই পৃষ্ঠার উপর সেই অংশগ্রহণ কারীর নাম লিখতে হবে। যে সব থেকে বেশি নাম লিখতে পারবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে / ফুল / মোমবাতি অথবা ফুল গাছ দিয়ে।

লিঙ্গ যৌনতা এবং লিঙ্গের পরিচয়

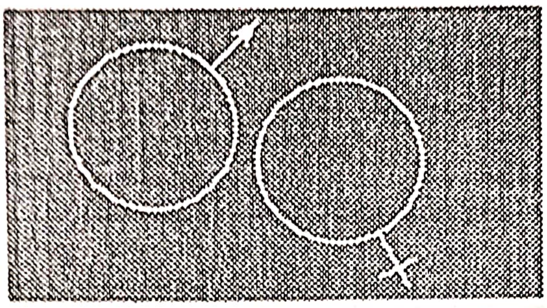

পরিচয় পর্ব ঃ- (৪৫ মিনিট)

বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষেরই মানব অধিকারের সাথে নিরাপদে ও স্বাধীন ভাবে বাঁচার অধিকার আছে, যেখানে কোন রকম বৈষম্য থাকবে না। তবুও মহিলা এবং রূপান্তরকামীরা প্রতি মূহুর্তে বৈযম্যের শিকার হচ্ছে, এই পর্যায় আমরা শিখবো যে ক্ষমতা, লিঙ্গ ও পিতৃতন্ত্রকে এক সাথে কাজে লাগিয়ে মহিলা এবং কন্যা সন্তানদের অধিকারকে কী ভাবে প্রভাবিত করা যায়।

কার্যক্রমের শেষে মূল শিক্ষার বিষয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

১) লিঙ্গের পরিচয় ও নিয়মের কাননের ধারণা গুলিকে অন্বেষণ করা।

২) যৌনতা (Sex) ও লিঙ্গের (Gender) এর মধ্যে পার্থক্য করা।

৩) সমাজ দ্বারা লিঙ্গের যে ভূমিকা অছে সে গুলি নিশ্চিত ভাবে বর্ণনা করা।

কার্যকলাপ ১ ঃ- দলের অংশ গ্রহণকারীদের বলা হল যে, অংশগ্রহণকারীরা যেন চিন্তা ভাবনা করেন, যে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষকে কি কি ভাবে আমরা পার্থক্য করতে পারি।

প্রস্তুতি ঃ- একটি খালি পৃষ্ঠা/চার্ট পেপার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল অথবা চকবোর্ড ও সাদাবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। সাদাবোর্ড/পৃষ্ঠা। চার্টপেপার কে তিনটি ভাগে ভাগ করতে হবে। একটা ভাগে পুরুষ, আরেকটাতে নারী ও তৃতীয় ভাগে রূপান্তকামী লিখতে হবে। অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্যগুলি ওখানে লিখতে হবে। লিঙ্গের ভূমিকা, পুরুষত্ব, নারীত্ব এবং কীভাবে সেগুলি অনুসরণ এবং প্রয়োগ করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

ধাপ ঃ-

১. অংশগ্রহণকারীদের ব্যখ্যা করতে হবে ঃ-

অনুশীলনটির মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের ভূমিকাগুলি খুঁজে বের করবে এবং যে গুলি সমাজ দ্বারা কি ভাবে চাপানো হয় সে গুলি ও ব্যখ্যা করা হবে।

২. অংশগ্রহণ কারীদের দুটো গ্রুপে ভাগ করা হলো।

প্রথম ১ নং দলের আলোচনার — **বিষয় বস্তু হলো, পুরুষের মতো অভিনয় করতে হবে।**

২য় দলের আলোচ্য বিষয় ঃ **মহিলার মতো অভিনয়।**

৩. প্রথম দলকে তিনটি প্রশ্নকরা হলো, এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ক) যখন পুরুষের অভিনয় করতে বলা হয়েছিল তখন কী কী কথার উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিলো। (দশ মিনিট)

খ) কোথায় (বাড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি) এবং কাদের কাছে থেকে এই বার্তা এসেছিল। (৫ মিনিট)

গ) কী ভাবে এই বার্তাগুলি পাঠানো হয় বা জানানো হয় (দূর দর্শনের মাধ্যমে গান, বই, গল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে। (১০ মিনিট)

দ্বিতীয় দলকে তিনটি প্রশ্ন করা হলো ঃ

ক) যখন মহিলার অভিনয় করতে বলা হয়েছিল তখন কী কী বার্তার উদাহরণ পাওয়া গিয়ে ছিলো। (১০ মিনিট)

খ) কোথায় (বাড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি) এবং কার কাছে এই বার্তা এসেছিলো কীভাবে বার্তা বলা হয়, পাঠানো হয় বা জানানো হয় দূরদর্শনের মাধ্যমে গান, বই, গল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে। (৫ মিনিট)

গ) কী ভাবে এই বার্তাগুলি পাঠানো হয় বা জানানো হয় (দূরদর্শন, বই, গল্প, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির মাধ্যমে। (১০ মিনিট)

৪) সময় শেষ হলে সবাইকে থামিয়ে পুরো দলকে এক সঙ্গে হতে বলা হল, এবং সাদা বোর্ড বা চার্ট পেপারের উপর দুটো বক্স আকঁতে বলা হবে। যেখানে গ্রুপ বা দলের আলোচনার ফলাফলগুলি লিখতে বলা হবে।

<u>যৌনতা ও লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য ঃ-</u>

যৌনতা	লিঙ্গ
ক) জৈবিক / জন্মের সাথে।	ক) সামাজিক / শিক্ষা।
খ) সময় জুড়ে একই।	খ) সময়ের সাথে পরিবর্তন।
গ) সর্বত্র এক বা অপরিবর্তনীয়।	গ) সামাজিক পেক্ষাপট অনুযায়ী

←————————————————→

লিঙ্গ অভিব্যক্তি

নারী সংক্রান্ত ——— পুংলিঙ্গ

৫) পুরুষ / ছেলে এবং মহিলা মেয়েদের কি হবে যারা তাদের বাক্সের ভেতরের বার্তাগুলো মেনে চলে না।

লিঙ্গ অভিব্যক্তি কী ?

খুব সহজ কথায় লিঙ্গ অভিব্যক্তি বলতে বোঝায় কী ভাবে একজন নিজেকে সবার কাছে তুলে ধরে। এছাড়াও তারা কণ্ঠস্বর, জামাকাপড়, সাজসজ্জা, আচার ব্যববহার, শরীরেরঅঙ্গ ভঙ্গি, হাঁটাচলা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা বাইরের পরিবেশের কাছে নিজেদের কে তুলেধরে। প্রযোজনে সামাজিক ও সংস্কৃতিক নিয়ম গুলি চারিত্রিক ব্যপকভাবে পরিবর্তন হতে পারে, যেখানে পুংলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যগুলি দেখা যায় সেগুলি একটি সংস্কৃতিতে যেভাবে গ্রহন যোগ্য অন্য সংস্কৃতিতে যেটা নাও হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ- এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সেটা নারী ও পুরুষদের

চিরাচরিত ধ্যান ধারণার মধ্যেই রাখে যারফলে মানুষেরা চালিত হতে পারে এবং সমাজের নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে পারে। এই নিয়ম কানুনের মধ্যে কিছু মানুষকে খুব স্বাভাবিক ভাবে ও স্বচ্ছন্দে থাকতে দেখা যায়, যদিও এই ধ্যান ধারণা গুলো আমাদের মানবিক সম্ভাবনা গুলোকে সীমাবদ্ধ করছে এবং আমাদের স্বাধীনতার অধিকার ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করবে, সামাজিক নিয়ম কানুন যদি মেনে না চলে তাহলে তারা সমাজ থেকে শাস্তিও পায়, নির্যাতন কে সঠিক হিসাবে গন্য করাহয়। চিরাচরিত সামাজিক ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে আসাটা অপরিহার্য সেটা আমাদের শিখতে হবে। পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে কি ভূমিকা / হবে সেটা একে অপরকে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষমতায়ণ

কার্যকলাপ ঃ - ব্যক্তি ও বস্তু দলের কার্যকলাপ ও আলোচনা ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য ঃ- পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যবস্থা হিসাবে বোঝানো হয়েছে, কিছুলোকের মানবধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখতে পিতৃতন্ত্র কিভাবে অন্যান্য ধরণের ক্ষমতার সাথে কাজ করে তা বুঝতে হবে।

প্রস্তুতি ঃ - নীচে যে চিরকুট গুলোকে চরিত্র গুলো দেওয়া আছে সে গুলো সকল অংশগ্রহন কারীদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। সেই চরিত্র গুলো অভিনয় করার জন্য।

মূল বিষয় বস্তু ঃ- মানবধিকারের ক্ষমতা বৈষম্য এবং লঙ্ঘণ।

ধাপ ঃ-

১. অংশগ্রহন কারীদের কে পর পর চিহ্নিত করাহল এবং তিনটি বিভাগে ভাগ করা হল। চেষ্টা এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন দুটো দিকেই সমান

সংখ্যক অংশগ্রহন কারী থাকে।

২. তিনটি চিরকুট তৈরী করতে হবে বস্তু, ব্যক্তি এবং পর্যবেক্ষকদের নিয়ে এবং সে গুলোকে যাতে সকল অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় যে চিরকুটে দেওয়া নির্দেশ গুলো তারা যেন মেনে চলে।

বস্তু	ব্যক্তি	পর্যবেক্ষক
• আপনি ভাবতে পারবেন না। • আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। • আপনার / তোমার যৌন ইচ্ছা নেই। • ব্যক্তিরা আপনাদেরকে যা করতে বলবে তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যদি করতে বা সরাতে চান তবে ব্যক্তির অনুমতি চাইতে হবে।	• আপনি ভাবতে পারবেন। • আপনি নিজে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। • আপনার যৌন ইচ্ছা আছে। • আপনি বস্তুগুলিকে বলতে পারবেন কি করতে হবে।	• যা ঘটবে আপনি তা কেবল পর্যবেক্ষণ করবেন। • আপনি কিছু বলরেন না।

৩. যে কোন ধরণের কার্যকলাপ করার জন্য ব্যক্তি দল ও বস্তুদল থেকে এক একজনকে বেছে নেওয়া হল। বাকি অংশ গ্রহনকারীদের তাদের কে অভিনয় করতে বলা হল, এমন কিছু ঘটনা তৈরী করতে বল যা নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কার্যকলাপ গুলি করা হয়।

চরিত্রের নাম লেখা চিরকুট কার্ডের পরামর্শগুলো হল ঃ-

* পুরুষ রাজনীতিবিদ এবং তার স্ত্রী।
* একজন সমকামী পুরুষের ধনী স্ত্রী।
* একজন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের ১৮ বছর বয়সী ছেলে যে তার নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়।
* একজন ধনী মহিলা ব্যবসায়ীর কাছে একজন পুরুষ ড্রাইভার কাজ করেন।
* একজন ইটভাটায় কর্মরতা পরিযায়ী মহিলা শ্রমিক ও তার ম্যানেজার।
* একজন বেকার মহিলা ও তার সমকামী মহিলা মালিক।
* একজন রুপান্তরকামী মহিলা যৌনকর্মী ও তার মক্কেল।
* একজন ১২ বছর বয়সী কিশোরী তার সৎ বাবার সাথে থাকে।
* তিনজন বিবাহিত মহিলা পরিচারিক ও তাদের পুরুষ বাড়িওয়ালা।
* একজন মহিলা নার্স ও একজন পুরুষ ডাক্তার।

৪. পরপর অংশগ্রহণ কারীদের বেছে নিতে হবে। গ্রুপের মধ্যে যে কোন একটি গ্রুপে নিয়োগ করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রুপে একই সংখ্যক অংশগ্রহণকারী থাকা দরকার।

৫. 'বস্তু' ব্যক্তি এবং পর্যবেক্ষকদের চিরকূট তৈরী করে তাদের মধ্যে বিতরণ করুন। অংশগ্রহণ কারীদের চিরকূটে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে বলুন।

৬. 'ব্যক্তি' গ্রুপ 'বস্তু' গ্রুপ থেকে যে কোন একজন অংশ গ্রহন কারীদের বেছে নেবেন এবং যে কোন ধরনের কার্যকলাপ বলবেন তা অনুসরন করতে হবে। 'বস্তু' গ্রুপকে যা করতে বলবেন অংশগ্রহন কারী-কে তা করতে হবে।

প্রশ্নগুলির আলোচনার বিষয়সমূহ ঃ-

* এই কার্যকলাপে অংশগ্রহন করায় আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
* তোমার ঐ ব্যক্তিটি বস্তুটির সাথে কেমন আচরণ করছে ? তুমি কি অনুভব করছো? তুমি কি শক্তিহীন বোধ করছো? হলে কেন? না হলে কেন?

* ব্যক্তিদের জন্য আপনি কি ভাবে আপনার জিনিস ব্যবহার করছেন? কেমন লাগল যখন কোন ব্যক্তিকে বস্তু হিসাবে ব্যবহার করছে? তারা কি শক্তিশালী বা নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেছিল? হলে কেন অথবা না হলে কেন নয়?

* পর্যবেক্ষকরা কিছু না করায় তাদের কেমন লাগছিল?

* ব্যক্তিদের দেওয়া নির্দেশ বস্তুরা কেন মেনে নিল?

* বস্তু বা ব্যক্তি যারা অনুশীলন বা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়নি কেন করতে চায়নি?

* আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যরা কি আমাদের সাথে 'বস্তু'র মতো ব্যবহার করে? কে কে করে? কেন করে?

* আমরা কি অন্য ব্যক্তিদের সাথে 'বস্তুর' মতো আচারণ করি? যদি করি কেন করি?

* একজন ব্যক্তি অন্য বস্তুর সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তার পরিণতি কি হতে পারে?

* কিভাবে সমাজ এই ধরনের সম্পর্ক গুলোকে অনুমোদন এবং উৎসাহিত করেন?

* গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দল, বিভাগ বা সংস্থার মধ্যে বা অন্যান্য বহিরাগত অভিনেতাদের সাথে আপনাদের কাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা উঠে আসে?

* কি ভাবে এই কার্যকলাপ গুলো আমাদের সম্পর্ক গুলোর মধ্যে ধারণার পরিবর্তন করতে সাহায্যে করছে?

* কিভাবে আমাদের এই কার্যকলাপটি সম্পর্কগুলি পরিবর্তনে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করে।

বেশী ক্ষমতা ঃ- নেতিবাচক উপায়ে কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রন রাখা বোঝায় যা সাধারণত দমন, শক্তি দুনীতি, বৈষম্য এবং অপব্যবহারের সাথে যুক্ত। এই ধরনের ক্ষমতা অন্য কারোর কাছথেকে কিছু নেয় ও এটি আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদের জিততে বাধা দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

ক্ষমতার সাথে ঃ- গোষ্ঠীগুলি ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে এমন একটি জায়গা বা লক্ষ্য তৈরী করতে হবে যা সকলের উপকার করবে। যা ব্যক্তির, প্রতিভা জ্ঞান, সমর্থন ও সংহতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ পায়।

ক্ষমতার জন্য ঃ- নিজের জীবনকে প্রভাবিত করার জন্যে নিজস্ব নিশ্চিত ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এমন এক ক্ষমতা যা সম্পদ, ধারণা, জ্ঞান, সরঞ্জাম, অর্থ এবং নিজে কিছু করার সন্তুষ্টি, ও "ক্ষমতার সাথে" আমরা বিশাল গোষ্ঠী গঠন করি।

অভ্যন্তরীন ক্ষমতায়ন ঃ- নিজেকে জানার জন্য নিজের ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করা দরকার। একজন ব্যক্তি উন্নত জীবন সম্পর্কে কল্পনা করে নিজের ক্ষমতা, আশা এবং সংবেদনশীলতা যা বিশ্বকে পরিবর্তন করতে সাহায্যকরে এবং সে বা ব্যক্তি তার আত্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অনুভব করে যে তার যে অধিকার গুলো রয়েছে সেগুলো পরিবর্তনের জন্য, মূল্যবান এবং তারা কারা সেটাও উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

এবং

ক্ষমতার ক্ষমতায়ন

স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপ

নিজের উন্নতির জন্য নিজের ক্ষমতাগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর

ক্রমিক নং	আমার ক্ষমতা গুলি	ক্ষমতার উন্নতি করণ

<u>ক্ষমতা থেকে ক্ষমতাশালী সমস্যার সমাধান - কেস স্টাডি (ঘটনা বিবরণ)</u>

অংশগ্রহণ কারীদের নিয়ে পাঁচটি দল তৈরি করা হল তাদেরকে একটি কেস সম্পর্কে বলে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হল এবং বলা হল এখটি দল আরেকটি দলের সাথে আলোচনা করে তাদের সম্পর্কে বর্তমান চিন্তা ভাবনা এবং যদি কিছু পরামর্শ থাকে বলতে বলা হল।

১. সম্পদ এবং সম্পদের প্রবেশাধিকার - দল বা গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করতে হবে।

বাস্তবে একজন মহিলাকে তার সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রবেশাধিকারের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।
যেমন - আয়, জমি, ব্যবসা, সরঞ্জাম, জল, চাকরি, উত্তরাধিকার, ব্যাঙ্ক, পরিবহন, শিক্ষা, তথ্য ইত্যাদি এই সব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

কেস স্টাডি ঃ- রুমার প্রাথমিক শিক্ষা আছে এবং সে তিনটি কন্যা সন্তানের মা। একদিন রাতে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন মারধর করে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। পুত্র সন্তানের জন্ম না দিতে পারার জন্য। সেই সময় তার কাছে কোনো টাকা ছিলনা, শারীরিক আঘাতের কারণে সে দুর্বল ছিল

এবং সেই রাতে সে বাড়ীর বাইরে একা এই অবস্থায় ছিল। যখন সে তার বাবা মার বাড়িতে গেল তখন রুমাকে তাদের বাড়িতে রাখতে রাজি হল না। তার ভাই ও ভাইয়ের বউ তাকে তাঁর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলল। রুমার বাবার ৫ বিঘা জমি, নিজের একটি বাড়ি এবং একটা মুদিখানা দোকান আছে, সেই মুদিখানার দোকান দুই ভাই চালায়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামবাসীরা তাকে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মত দিল। সে বুঝতে পারছে না নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবছে।

চিহ্নিত করতে হবে রুমা কী ভাবে তার পরিবার, প্রতিবেশী, প্রশাসনের তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কিভাবে রুমাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সাহায্য করা যেতে পারে।

২. জ্ঞান, সংস্কৃতি, নিয়ম, বিশ্বাস ও অনুভূতি - দল বা গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করতে হবে।

এই গুলো যুক্ত আছে সংস্কৃতি ভিত্তিক লিঙ্গের অনুভূতির সঙ্গে যেটা একটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করেছে, উদাহরণ স্বরূপ ঃ- পুরুষরা শক্তিশালী এবং দায়িত্বে থাকা মহিলারা দুর্বল এবং অনুগত।

কেস স্টাডি ঃ- ১৫ বছর বয়সী রীনা পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে বাসকরে। সে নবম শ্রেণীতে পড়ে এবং সে ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। স্কুলের খেলা ধূলায় সে অংশগ্রহণ করে এবং পাড়ায় যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় সেখানেও সে অংশগ্রহণ করে। তার স্বপ্ন একজন ফুটবল খেলোয়াড় হবে।

রীনা তার স্বপ্ন সফল করার জন্য কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তার পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষিকা, প্রতিবেশী আত্মীয় সবার কাছ থেকে।

৩. সময় এবং স্থানের মধ্যে লিঙ্গের ভূমিকা এবং দায়িত্বশীলতা ঃ- দল বা গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করতে হবে।

সময় এবং স্থানের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে। সারাদিন নারীরা কী করে। শ্রমের কী একটি যৌন বিভাগ আছে?

সময়ের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে যেখানে ৩০ বছর বয়সী

একজন মহিলা যিনি দুছেলের মা। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমতে যাওয়া পর্যন্ত পরিবারের সমস্ত কাজ করত।
তোমার কি মনে করো যে তার স্বামীর প্রতিদিনের কাজের সময়সূচী একই বা ভিন্ন হওয়া দরকার?
যদি মহিলাটি কোন এন.জি.ও দ্বারা চালিত প্রশিক্ষণের জন্য রাতের ক্লাসে যোগ দিতে চান, তাহলে পরিবারিক দায়িত্বের কারণে সে কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

৪. আইনি অধিকার ও সামাজিক অবস্থা ঃ- দল বা গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করতে হবে।

আইন বা নীতি সম্পর্কিত বিষয় ঃ-
আইনের চোখে নারী ও পুরুষের সাথে কেমন আচরন করা হয়ে থাকে। সেটি আইনের বাজেটে লেখা থাকে।

ভারতের কিছু আইনের নাম লেখো যেটি নারীদের অধিকার সম্পর্কিত এবং যেটা তুমি আগে থেকেই জানো। তুমি শুরু করতে পারো কন্যা সন্তান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবাহ, পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির ওপর অধিকার, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত আইন (লেবার আইন)।

আলোচনার বিষয় ঃ- তুমি কী মনে করো নারী সুরক্ষার জন্য এই আইনগুলি যথেষ্ট?

রূপান্তরকামীদের জন্য ঃ - দয়া করে ভারতের কিছু আইনের নাম লেখো যেটি রূপান্তকামীদের অধিকার সম্পর্কিত এবং তাদের শৈশব, শিক্ষা, পছন্দের সঙ্গী, যৌন সম্পর্ক, স্বাস্থ্য, কর্ম, অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীলতা এবং তাদের এই বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন।

৫. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভারসাম্য বজায় ঃ- দল বা গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করতে হবে।

কোনো মহিলার কী তাদের মনের কথা বলার জোর আছে? তারা কী সিদ্ধান্ত গ্রহনের জায়গায় আছে? তারা কি অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে পারে? সবকটা স্তরের ব্যাপার নিয়েও চিন্তা করতে পারেন যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে।

মীরা নামে একটি ২৩ বছরের মেয়ে কলেজে পড়ে। সমীর নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। সমীর একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। সে বাবা মা ও তিন বোনের সঙ্গে থাকে। সমীর ও মীরার এই সম্পর্ক মীরার মা জানেন এবং উনি সমীরকে পছন্দ করেন। কিন্তু মীরার বাবা ও বড়ো দুই ভাই এই সম্পর্কের বিপক্ষে এবং ওরা মীরার বিয়ের জন্য ছেলে খুঁজছেন। এরপর মীরাকে কলেজ যেতে দেওয়া হয় না এবং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না, এমন কি মোবাইলটিও কেড়ে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে মীরার মা নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করেন।

মীরার মা তার স্বামী ও ছেলেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে?

যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে কিভাবে?

যদি 'না' হয় তাহলে কেন?

<u>রূপান্তকামীদের জন্য</u> ঃ- মানিক একজন ছেলে হিসাবে জন্মগ্রহন করেন। কিন্তু স্কুলের দিনগুলি থেকেই সবসময় তার মেয়েদের মতো পোষাক পড়তে, ও নাচতে পছন্দ করতেন। সে তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সবসময় তিরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তবুও সে তার পুরুষ দেহকে গ্রহন করতে পারছিলে না। সে কলেজে পড়ার সেই সময় সে একজন ডাক্তারের হরমোন থেরাপি কর্মশালায় অংশগ্রহন করে। যার ফলে অপারেশন ও হরমোন থেরাপির মাধ্যমে তার লিঙ্গ পরিবর্তন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। সে এখন মানিক থেকে মীনা কুমারী নামে পরিচিত হতে চান। সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পরিবার তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে চায়ছেন না।

<u>আপনার নিজের, সম্প্রদায়ের অধিকার লঙ্ঘন/বৈষম্য সমস্যা চিহ্নিত করো এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করো।</u>

কর্মপরিকল্পনা

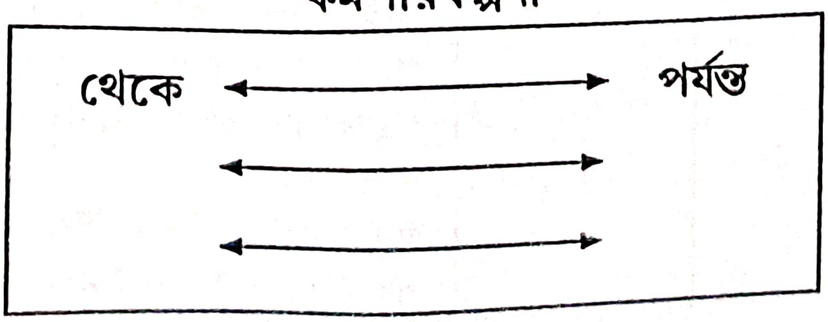

প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন করে

কে/কারা দায়ী	সময়সীমা কি?	কি সম্পদ প্রয়োজন এবং কিভাবে আপনি এটি পেতে পারেন।

তথ্যসূচী - ১. ভারতের প্রধান নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের তালিকা ঃ-

ভারতের গুরুত্ব পূর্ণ নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্প গুলি নীচে তালিকা ভুক্ত করা হল ঃ

নারী ক্ষমতায়নের প্রকল্প	প্রকল্পের সময়কাল	উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ
বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প	২০১৫	• লিঙ্গ পক্ষপাতমূলক এবং লিঙ্গ নির্বাচনী নির্মূল প্রতিরোধ। • কন্যা সন্তান বেঁচে থাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। • কন্যা সন্তান শিক্ষায় অংশ গ্রহন করার অধিকার সুনিশ্চিত করা।
ওয়ান-স্টপ সেন্টার স্কিম/ প্রকল্প	২০১৫	• ব্যক্তিগত এবং সার্বজনীন উভয় ক্ষেত্রেই সহিংসতায় আক্রান্ত মহিলাদের সহয়তা প্রদান করা। • প্রথম ইনফরমেশন রিপোর্টে (এফ.আই.আর/এন.সি.আর সহায়তা দান করা। • মহিলাদের মনস্বাত্তিক ও সামাজিক সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করা।

মহিলা সহায়তা প্রকল্প	২০১৬	• সহিংসতায় আক্রান্ত মহিলা দের ২৪ ঘণ্টা টোল-ফ্রি টেলিকম পরিষেবা প্রদান করা। • পুলিশ/হাসপাতাল/ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা/জেলা আইনি পরিষেবা • কর্তৃপক্ষ (ডি.এল.এস.এ)/ সুরক্ষা কর্মকর্তা (পিও/ও এস সির মতো উপযুক্ত সংস্থা গুলিতে সুপারিশ করার মাধ্যমে সংকট ও অ-সংকট কালীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে সুবিধা পাওয়া যায়। • সহিংসতায় আক্রান্ত মহিলাদের জন্য সরকারী প্রকল্পে ও কর্মসূচীতে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করা, বিশেষ পরিস্থিতি তে সহিংসতায় আক্রান্ত মহিলারা যেখানে বসবাস করেন সেখানে সরকারী প্রকল্প ও কর্মসূচীতে প্রাপ্ত তথ্য প্রদান করে।
উজালা	২০১৬	• বানিজ্যিক ক্ষেত্রে যৌন অত্যাচার বন্ধ করার জন্য নারী ও শিশুদের পাচার রোধ করা। • যৌন অত্যাচারের শিকার মহিলা ও শিশু কন্যাদের উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে রাখার সুবিধা প্রদান করা। • আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, পরামর্শ দান সহ চিকিৎসা, আইনী সহায়তা এবং দিক নির্দেশনা সহ এবং বৃত্তিমূলক প্রেশিক্ষনের মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধা গুলি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী পুর্ণবাসন পরিষেবা প্রদান করা।

কর্মজীবী মহিলাদের আবাস্থল	১৯৭২-৭৩	• কর্মজীবী মহিলাদের জন্য নিরাপদ এবং সুবিধাজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। • কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। কন্যাসন্তানদের জন্য ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এবং ৫ বছর পর্যন্ত ছেলে সন্তান-দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।
স্বধর গৃহ	২০১৮	• দুর্দশা গ্রস্থ মহিলাদের আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার প্রয়োজন মেটানো। মহিলাদের আইনী সহায়তা ও দিক নির্দেশনার প্রয়োজন।
স্টেপ মহিলাদের প্রশিক্ষণ, এবং কর্ম সংস্থান ও কর্ম সূচীতে সহায়তা প্রকল্প	১৯৮৬-৮৭	• মহিলাদের কর্মসংস্থানর জন্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • দেশের ১৬ বছর বা তার বেশী বয়সী মহিলাদের উপকৃত করা।
নারীশক্তি পুরস্কার	২০১৬	• এই সমাজে নারীদের স্থান শক্তিশালী করা। • সমাজে নারীদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান গুলিকে সাহায্য করা।
মহিলা শক্তি কেন্দ্র MSK	২০১৭	• মহিলাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা, যেখানে তারা তাদের স্বাস্থ্য সেবা, গুনমান শিক্ষা দিক নির্দেশনা সহ কর্মসংস্থানে ইত্যাদিতে সাহায্য করা। • দেশের ব্লক ও জেলা পর্যায়ে এই সুযোগ গুলি সহজতর করা।

নির্ভয়া	২০১২	● বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ● নারীর পরিচয় ও তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তা বজায় সুনিশ্চিত করা। ● যতদূর সম্ভব সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নেওয়া।
মহিলা ই হাট	২০১৬	● মহিলাদের জন্য অন লাইনে অংশগ্রহন করার সুযোগ সহজতর করা। ● শিক্ষিত মহিলাদের অনলাইনে বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিতে সহায়তা করা।
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা পুলিশ	২০১৬	● মহিলাদের অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি MPV পাবলিক পুলিশ ইন্টার -কেস হিসাবে কাজ করবে। ● এম.পি.ভি গুলির বাধ্যতা মূলক কাজ হল, মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা গুলি যেমন গাহস্থ্য সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক হয়রানী এবং সার্বজনীন স্থানে মহিলাদের সম্মুখীন হওয়া সহিংসতার ঘটনাগুলির রিপোর্ট করা।
মহিলা ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণ প্রকল্প	২০১৮	● মহিলা ভুক্তভোগী 'ক্ষতি পূরণ তহবিল' নামে একটি তহবিল থাকবে। যার থেকে রাজ্য আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষ বা জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষ কতৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমান মহিলা ভুক্ত ভোগী বা তার নির্ভরশীলদের প্রদান করা হবে। যারা

		কোন অপরাধের ফলে ক্ষতি বা আঘাতের শিকার হয়েছেন বা যাদের পূর্ণবাসন প্রয়োজন আছে।
যৌন নিপীড়ন/ অন্যান্য অপরাধের শিকার	২০১৮	• এস. এল. এস. এ বা ডি. এল. এস. এ - এ আবেদন জানানোর পদ্ধতি।

• এফ. আই. আর (FIR) গুলির বাধ্যতা মূলক রিপোর্টিং ঃ- এস. এই. ও/এস. পি./ডি. সি. পি. সম্প্রসারিত এফ. আই. আর রেজিস্ট্রেশনের পরবর্তী কালে নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত এস.এল.এস. এ/ ডি. এল. এস -এর সফট/হার্ড কপি অবিলম্বে শেয়ার করতে হবে, এই স্কিমের অধীনে অন্তর্ভুক্ত অপরাধ গুলির মধ্যে থেকে ধারা ৩২৬এ, ৩৫৪এ—থেকে ৩৫৪ ডি, ৩৭৬ এ, থেকে ৩৭৬ ই, ৩০৪ বি, ৪৯৮ এ (যেটি এই তথ্যের সংশ্লিষ্ট শেডিউলে শারীরিক ক্ষয়-ফল অন্তর্ভুক্ত হয়)। যাতে এস. এল. এস. এ / ডি. এল. এস. এ যদি যোগ্য মামলা গুলির জন্য প্রাথমিক তথ্য যাচাই করণের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরম্ভ করতে পারে।

• মক্কেল এস. এল. এস. এ বা ডি. এল. এস. - এ সম্পর্কিত এল. এস. এ বা ডি. এল. এস. - এর পূরবর্তী বিচারের একটি কপিসহ ফর্ম 'আই'তে জরিপ পূরণ করে আপত্তি যোগ্য স্থায়ি / অস্থায়ী সম্পত্তি প্রতিপত্তির জন্য আবেদন করা যেতে পারে। যদি মক্কেল অনুপস্থিত থাকেন মেডিকেল রিপোর্ট, মৃত্যু, সনদ প্রযোজন হয়, তবে আদালতের সিদ্ধান্তের কপি বিচারের পর হবে।

• ব্যাপারটির জন্য মূল্যায়ন প্রদানের জন্যে আবেদন/প্রার্থনা একইরকম রাষ্ট্রীয় আইনগত সেবা, কতৃপক্ষের সামনে ওঠে এবং এটি যদি অনলাইনে জমা দেওয়া যেতে পারে, তবে সমস্ত রাষ্ট্রীয় আইনগত আইনী সেবা কতৃপক্ষ দ্বারা তৈরী করা হবে।

প্রতিষ্ঠান প্রতি বিভাগীয় ডি. এল. এস. এ এটি বিষয়বস্তু অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সামনে ওঠানোর আবেদন বা প্রার্থনা গ্রহন করবেন।

- অ্যাসিড হামলার শিকারে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত কম্পেনসেশন প্রাপ্ত করতে পারে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় রাহাত তহবিলের অধীনে স্মারক সংখ্যা ২৪১৩/৯৪/Misc/২০১৪ - সি.এস.আর -III/GoI/MHA (তারিখ ০৯.১১.২০১৬)।
- অ্যাসিড হামলার শিকার ব্যাক্তিদের প্রয়োজনে চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কম্পেনসেশন ফান্ড নির্দেশিকা ২০১৬(নং 2413/94/Misc/2014 - CSR -III, MHA/GoI) অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে অতিরিক্ত টাকা বিতরণ করে যার মাধ্যমে তাঁদের চিকিৎসা ব্যয় করা হয় এবং প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বা তার নিচের পরিমাণের বিশেষ আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারী যদি নাবালক/নাবালিকা সহায়তা করা, তবে ক্ষতিপূরণের সীমা ৫০% বেশি হিসাবে মনে করা হবে।

দ্বিতীয় তথ্যসূচী

LGBTQ (রূপান্তরকামী) দের সুবিধা এবং আইন

স্মাইল ঃ - সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক একটি জাতীয় স্তরের একই সূত্রে বেঁধে প্রকল্প গুলিকে বাস্তবায়িত করেছে যার নাম স্মাইল। জীবিকা ও উদ্যোগের জন্য প্রান্তিক ব্যক্তিদের সহায়তা করে - যার মধ্যে দুটি উপ প্রকল্প ও রয়েছে। রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য 'ব্যপক পুর্নবাসন' এবং 'সম্প্রীতি পুর্নবাসন' নামে প্রকল্প দুটি চলে। ভিক্ষাবৃত্তির কাজে নিয়োজিত রূপান্তরকামী ব্যক্তি এবং যারা ভিক্ষাবৃত্তির কাজে নিয়েজিত তাদের কল্যানমূলক ব্যবস্থাসহ বেশ কিছু ব্যাপক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করবে। যেখানে রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের পুর্ন-বাসন, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সংযোগ ইত্যাদির ওপর ব্যাপকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে।

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, স্থানীয় নগর সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা (সি.বি.ও) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

- আগ্রহী প্রার্থীর ব্যক্তিদের জন্য পোর্টাল ঃ—

(http://transgender.dosje.gov.in) ইচ্ছুক রূপান্তকামী ব্যক্তিদের পোর্টালে নথিভুক্ত করতে পারেন যদি ইতিমধ্যে নথিভুক্ত না হয়ে থাকে, তাবে রূপান্তরকামীদের শংশাপত্র এবং পরিচয় পত্রের জন্য লগইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন।

- যোগ্যতার মানদন্ড, প্রয়োজনীয় নথি এবং আবেদন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য ও প্রশ্নের জন্য কল করুন ঃ ০১১ - ২৩৩৮ - ৬৯৮২

ইমেল ঃ tghelp@mail.inflibnet.ac.in

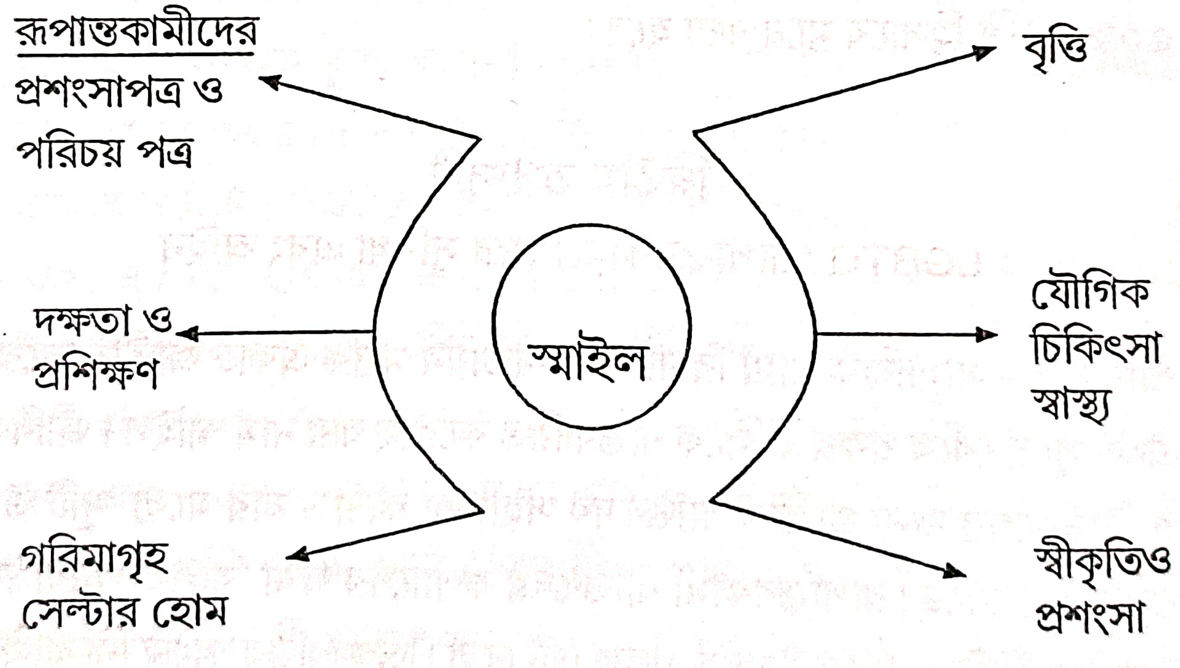

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ভারতে নবম ও তার উপরের শ্রেণীতে পাঠরত রূপান্তরকামী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়। যার থেকে অধ্যায়নরত রূপান্তরকামী শিক্ষাথীরা আর্থিক সহায়তা পায়।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতকত্তর পর্যায়ে রূপান্তরকামীদের শিক্ষার্থীদের স্কুল ছুটের ঘটনা কমাতেও সহায়তা করার জন্য স্নাতকত্তর একটি স্বয়ংক্রিয় অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে, রূপান্তরকামী শিক্ষাথীদের জন্য একটি লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে সরবরাহ করা হয় (পোর্টালে সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যায়)।

চারপ্রকার বৃত্তির বিভাগ উপলব্ধ

- মাধ্যমিক স্তরে (নবম ও দশম শ্রেণী) রূপান্তকামী শিক্ষার্থীদের জন্যে বৃত্তি।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি।
- স্নাতকস্তরে ও পদবী প্রাপ্ত (ডিপ্লোমা) শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি।

দুই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রোগ্রাম রয়েছে

- স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (২০০ ঘন্টা থেকে ৬০০ ঘন্টা বা ৬ মাস পর্যন্ত)।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (৫ মাস বা তার বেশি বা ২ বছর/১০০০ ঘন্টা পর্যন্ত)।

লক্ষ্যমাত্রা ও যোগ্যতা নির্ধারন

রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের নীচে নির্দেশিত মানদন্ড অনুযায়ী নির্বাচন করা হবেঃ-

- রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পোর্টাল দ্বারা প্রদত্ত বৈধ রূপান্তরকামী প্রশংসাপত্র এবং পরিচয়পত্র থাকা প্রয়োজন। রূপান্তরকামী ব্যক্তিরা স্বয়ংক্রিয় ভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং তাঁদের পছন্দের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন।
- ভারত সরকারের সংবিধান অনুসারে উপকার ভোগীদের রূপান্তরকামী সম্প্রদায় অন্তভূক্ত হতে হবে। উপকারভোগীদের বাধ্যতামূলক ভাবেরূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পোর্টাল, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের

দ্বারা জারি করা একটি রূপান্তরকামী শংশাপত্র থাকতে হবে,

http://transgender.dosje.gov.in

- উপকারভোগীদের বাধ্যতামূলক ভাবে এমন যে, কেন্দ্র/রাজ্য প্রকল্প গুলি থেকে এই ধরণের সুবিধাগুলো নিতে পারছেন না।

দক্ষতামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের জন্য আয়ের মাপকাঠির প্রয়োজন নেই।

- ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে রূপান্তরকামী ব্যক্তিরা এই প্রশিক্ষণের অনুপ্রবেশ যোগ্য।
- এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

উপবৃত্তি

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কতৃক শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও ১০০ শতাংশ অনুদান হিসাবে টাকা দেওয়া হয়। অনাবাসিক প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিমাসে ১০০০ টাকা এবং দক্ষতা কর্মসূচীতে ৮০ শতাংশ উপস্থিতির ভিত্তিতে রূপান্তরকামী ব্যাক্তিটিকে অনুদান প্রদান করা হবে।

পোর্টালটি রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য অনলাইন দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে উৎসাহিত করে এবং স্বয়ম (SWAYAM) পোর্টাল থেকে কোর্স করা আবেদনকারীদের শংসাপত্র ও স্বীকৃতি অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য

- আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যবীমা যোজনার অধীনে রূপান্তরকামীরা লিঙ্গ পুর্ণনির্মান বা সার্জারির সুবিধা পাবে। প্রতি বছর বীমা বাবদ ৫ লক্ষ টাকা পেতে পারে।
- স্বাস্থ্যসেবার এই প্যাকেজটি রূপান্তকামীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত দিক

দেখে করা হয়েছে, এছাড়া, হরমোন থেরাপি, সেক্স-রি-অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির জন্য। এছাড়া অপারেশনের পরবর্তী সমস্তরকম সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা গুলোর খরচা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

- যে সকল রূপান্তর কামী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই জাতীয় পোর্টাল, থেকে তাঁদের শংসাপত্র পেয়েছেন তারাই স্বয়ংক্রিয় ভাবে এই বীমা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

আশ্রয়

গরিমা গৃহ হল নিঃস্ব এবং পরিত্যক্ত রূপান্তকরকামীদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা যত্ন এবং বিনোদনের সুবিধার মতো মৌলিক সুবিধা প্রদান করা। এছাড়াও এটি রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি/দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান করে।

- আবাসন বা থাকার ব্যবস্থা, পোশাক, বিনোদন, চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং নিশ্চিন্ত করে।
- গরিমা গৃহে অবকাঠামো, জনশক্তি পরিষেবার ক্ষেত্রে অভিন্নতা বজায় রাখে।
- রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করা এবং নৃশংসতা থেকে তাদের সুরক্ষিত করা।
- গরিমা গৃহে রূপান্তরাকামী ব্যক্তিদের দ্বারা অনুসরণযোগ্য অভিন্ন নিয়মগুলি নিয়মিত গ্রহন করার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এক জন রূপান্তরকামী ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে ১২ টি গরিমা গৃহ রয়েছে, যার বিশদ বিবরণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের লক্ষ্য Ministry of Social Justice & Empowerment রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের কল্যানের জন্য প্রতিটি রাজ্যে একটি জাতীয় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা।

তথ্যসূচী ৩

রূপান্তরকামী ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৯

২. ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকার সুরক্ষা) আইন কত তারিখ থেকে বাস্তবায়িত হয়েছিল?

উত্তরঃ ১০.০১.২০২০ তারিখে।

৩. ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকার সুরক্ষা) আইন কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তরঃ এই আইনটি ভারতের গেজেটে তথ্য দেওয়া আছে। আইনটি মন্ত্রকস্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (socialjustice.nic.in), ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জাতীয় পোর্টালে (transgender.dosje.gov.in) তথ্য দেওয়া হয়।

৪. আইনের অধীনে নিয়মগুলির নাম কী?

উত্তরঃ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকার সুরক্ষা) নিয়মাবলী, ২০২০।

৫. ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকার সুরক্ষা) নিয়মাবলী ২০২০ কত তারিখে বাস্তবায়িত হয়েছিল?

উত্তরঃ ২৯.০৯.২০২০ তারিখে।

৬. ২০২০ সালে রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের (সুরক্ষা অধিকার) আইন কোথায় উপলব্দ হয়েছিল?

উত্তর ঃ ভারতের সরকারী নথিপত্রে নিয়মাবলী গুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও নিয়মাবলীগুলি রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জাতীয় পোর্টালটি সরকারী ওয়েব সাইটে (socialjustice.nic.in), (trans gender.dosie.gov.in) পাওয়া যায়।

৭. জাতীয় পোর্টালের নাম কি?

উত্তরঃ ন্যাশনাল পোর্টাল ফর ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস National Portal for Transgender Persons.

৮. পোর্টালটি কবে প্রথম চালু হয়েছিল?

উত্তরঃ ২৫.১১.২০২০ তারিখে।

৯. পোর্টালের ওয়েব ঠিকানা কি?

উত্তরঃ https://transgender.dosje.gov.in/

১০. রূপান্তরকামী ব্যক্তির জন্য জাতীয় পোর্টালের বিশদ তথ্য কি?

উত্তর ঃ জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে রূপান্তরকামী ব্যক্তিরা সরকারী প্রমাণপত্র এবং আইডেন্টিটি কার্ড অনলাইনে সরাসরি দেশের যে কোনও অংশ থেকে আবেদন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো যে এটি রূপান্তরকামী ব্যক্তির প্রমাণপত্র পাওয়ার জন্য শারীরিক উপস্থিতির কোনও অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পোর্টালের মাধ্যমে, তারা তাদের আবেদনের অবস্থানটি মনিটর করতে পারে যা প্রক্রিয়ায় স্পষ্টতা নিশ্চিত করে।

ক. কে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আইডেন্টিটি কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে?

উত্তর ঃ • ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা 'ন্যাশনাল পোর্টাল কর ট্রান্সজেন্ডার পার্সন' পোর্টালে এই সার্টিফিকেট পাবার জন্য আবেদন করতে পারে।

• 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যাক্তি' বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যার লিঙ্গ জন্মের সময় সেই ব্যক্তির নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে মেলেনা এবং ট্রান্স-পুরুষ বা ট্রান্স-মহিলা অন্তর্ভুক্ত থাকে (এই জাতীয় ব্যক্তি লিঙ্গ পুনঃনির্ধরণ সার্জারি বা হরমোন থেরাপি বা লেজার থেরাপি বা জাতীয় অন্যান্য থেরাপি গ্রহন করেছেন কিনা), আন্তঃ লিঙ্গ বৈচিত্র্যযুক্ত ব্যক্তি, লিঙ্গ সমকামী এবং কিন্নরের মতো সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয়যুক্ত ব্যক্তি, হিজড়া, আরাভানি ও যোগোটা।

খ. প্রমাণপত্রের জন্য পোর্টালে আবেদন করার সময়, আবেদনকারীকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী পুরুষ বা মহিলা ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে নির্দিষ্ট করতে হবে কি?

• না, আবেদনকারীকে পুরুষ বা মহিলা ট্রান্সজেন্ডার এর পছন্দ নির্দিষ্ট করতে হবে না, এটি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হিসাবে প্রদর্শিত হবে।

গ. প্রমাণপত্রের জন্য আবেদনকারী কোথায় নিবন্ধন/আবেদন করতে পারে?

• এই হাইপারলিংকটিতে ক্লিক করুন আবেদনকারী আবেদনটি। এটি নতুন আবেদনকারীদের জন্য সাইন ইন/রেজিস্টার করার জন্য হোম পেজে নিয়ে যাবে। আবেদন পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য আবেদনকারী একই পৃষ্ঠার মাধ্যমে লগইন করতে পারবেন।

https : // transgender.dosije.gov.in/applicant/registration/index

ঘ. প্রমাণপত্র অর্জন করার জন্য কি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে?

- প্রমাণপত্র অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত নথি সংগ্রহ করা প্রয়োজন
- বাসিন্দার ঠিকানার প্রমাণ (যেকোনটি) সনদ (ফর্ম - ১ দেখুন [বিধি ২ (ডি)], ৩ (১) এবং ৬ (১)] ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির (অধিকার সুরক্ষা) বিধি, ২০২০
- ফটো পরিচয়পত্র
- সাক্ষর এবং/বা আঙ্গুলের ছাপ
- এফিডেভিট ফরম্যাট এবং/অথবা চিকিৎসা সনদ। দেখুন ফর্ম - ২ [বিধি ২ (বি) এবং ৪ (১)] এফিডেভিট ফর্ম

ঙ. আবেদনকারীটি যদি বাসিন্দার প্রমাণ সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়ার অসমর্থ হয়, তাহলে, কি কোন বিকল্প আছে?

- বাসিন্দার প্রমাণ পাওয়া না গেলে, আবেদনকারী প্রমাণপত্রের জন্য একটি এফিডেভিট ঘোষণা প্রদান করতে পারেন।

চ. আবেদনপত্র পূরণ করার পদ্ধতি কি?

- আবেদনকারীদের জন্য পোর্টালে লিখিত এবং ভিডিও রুপে ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়েছে যা আবেদন পদ্ধতিতে গাইড করতে সাহায্য করে। সহজ অ্যাক্সেসের জন্য ম্যানুয়ালের একটি হাইপারলিংক প্রদান করা হয়েছে। যদি কোনও প্রয়োজনে প্রয়োজন হয়, দয়া করে এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন +91-7923268299।

ছ. আবেদনকারীর জন্য জন্মস্থান রাজ্য (যেখানে তারা জন্ম নিয়েছে) থেকে আবেদন করতে বাধ্যতামূলক কি নাকি তারা অন্য কোনও রাজ্য (বর্তমানে বাস করছেন) থেকে প্রমাণপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন?

- আবেদনকারীর জন্য গৃহস্থ রাজ্য থেকে আবেদন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে, আবেদনকারীর প্রমাণপত্র জন্যে আবেদন করার আগে অন্য রাজ্যে কমপক্ষে ১২ মাস/ ১ বছর ধরে বসবাস করতে হবে।

জ. এফিডেভিটের ফরম্যাট কি পোর্টালে পাওয়া যায়?

● হ্যাঁ, এফিডেভিটের ফরম্যাট (ইংরেজি সংস্করণ) ন্যাশানাল পোর্টাল ফর ট্রান্সজেন্ডার পার্সন হোম পেজের "ডাউনলোড" ট্যাবে পাওয়া যায়। সহজ অ্যাক্সেসের জন্য এফিডেভিট ফরম্যাটের একটি লিংক প্রদান করা হয়েছে।

ঝ. আবেদনকারী নিজে ফর্ম পূরণ করতে অক্ষম হলে কী করবেন?

● আবেদনকারীটি আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য তাদের নিকটস্থ সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থানে যেতে পারেন অতিরিক্ত তথ্য এবং সাহায্যের জন্য।

ঞ. আবেদনকারীকে আবেদন ফর্মের জন্য কোন ফি প্রদান করতে হবে কি?

● না। আবেদন প্রক্রিয়াটি বিনামূল্যে পরিচালিত হয়।

ট. প্রমাণপত্র প্রক্রিয়ার জন্য কত সময় লাগবে?

● আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত জেলার যাচাই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে সর্বাধিক ৩০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।

ঠ. আবেদন প্রক্রিয়ার জন্য কোনও হেল্পডেস্ক আছে কি?

● সহায়তার জন্য দুটি হেল্পডেস্ক উপলব্ধ

প্রশাসনিক সংক্রান্ত	011-20893988	satvik.nisd@gmail.com
টেকনিক্যাল সংক্রান্ত	91-7923268299	tghelp@mail.inflibnet.ac.in

ড. সম্ভব্য ভবিষ্যতে কোনও সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন করা হবে কি?

● আবশ্যকতা মূলক ভিত্তিতে অনলাইন / অফলাইন কার্যক্রম ভবিষ্যতে আয়োজন করা হবে। সেমিনার / কার্যক্রমের সাম্প্রতিক আপডেট গুলি মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (http://socialjustice.nic.in), ন্যাশনাল পোর্টাল ফর ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (https://transgender.dosje.gov.in) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্স (http://www.nisd.gov.in) এর সোসাল মিডিয়া হ্যান্ডেলস এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সোসাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম	মিনিসট্রি ওফ সোসাল জাস্টিস এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট
টুইটার	http://twitter.com/msjegoi?lang=en
ফেসবুক	http://www.facebook.com/MSJANDE
ইনস্টাগ্রাম	http://www.instamgram.com/msjegoi

ঢ. ন্যাশনাল পোর্টাল ফর রূপান্তরকামী পার্সনস বহুভাষিক কি?

ন্যাশনাল পোর্টাল রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য বহুভাষিক হতে চলছে যাতে আবেদন পত্র পূরণের সময়ে ব্যবহারকারীরা উপযুক্ত অভিজ্ঞতা পাবেন। বর্তমানে পোর্টালটি ইংরেজি, হিন্দি, মালায়ালম, গুজরাটি এবং বাংলা ভাষায় উপলব্ধ।

ণ. প্রমাণ পত্র পেতে কত সময় লাগবে?

প্রমাণপত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সর্বাধিক ৩০ দিন সময় লাগে। আবেদনকারী অভিযোগ ট্যাবে তাদের আবেদন আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে জিজ্ঞাসা ফেসবুক ইনস্টা করতে পারেন।

ত. মেডিকেল সার্টিফিকেট কখন প্রয়োজনীয়?

যদি একজন রূপান্তরকামী ব্যক্তি লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহন করে পুরুষ বা মহিলা হিসাবে, তবে সেই ব্যক্তি অপ্রমাণিত প্রমাণপত্রের সাথে ফর্ম-১, আবেদন করতে পারেন। সেই চিকিৎসাপ্রদান করার মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার দ্বারা প্রদত্ত সনদপত্র সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রের কাছে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণপত্র পেতে আবেদন করতে পারেন।

থ. আইডেন্টিটি এর সনদ এবং আইডেন্টিটি কার্ড কে ইস্যু করবে?

- জেলা সংগ্রহকারী / ম্যাজিস্ট্রেট

দ. আমাকে জেলা সংগ্রহকারী / ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে যেতে হবে কি?

না, প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে হবে।

ধ. আমি সনদপত্র কিভাবে পাব?

- আইডেন্টিটি এর সনদ এবং আইডেন্টিটি কার্ড-এর সার্টিফিকেট একবার ইস্যু করা হয়ে গেলে তারপর আবেদনকারী পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করতে এবং মুদ্রণ করতে পারেন।

ন. আমাকে আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি কার্ডের সার্টিফিকেট জন্য আলাদা আবেদন করতে হবে কি?

- না, আইডেন্টিটি সনদ এবং আইডেন্টিটি কার্ডের জন্য একটি একক আবেদনই ইস্যু করা হবে।

প. সার্টিফিকেশন / রূপান্তরকামী ব্যক্তি আইডেন্টিটি কার্ড অর্জনের সুবিধা কী?

সার্টিফিকেশন / ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি আইডেন্টিটি কার্ড অর্জনের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ ঃ

- ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীকে চিহ্নিত করায় সহায়তা করে।
- এই নথির ইস্যুর মাধ্যমে, একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অফিসিয়াল নাম এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এবং কর্মসূচীগুলির আদান-প্রদানের সুবিধা পাবে।

11. গরিমা গৃহ প্রকল্প কী?

মন্ত্রণালয় দ্বারা সমর্থিত ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয় গৃহগুলি গরিমা গৃহ নামে পরিচিত।

12. এখন দেশে কতগুলি গরিমা গৃহ রয়েছে?

মন্ত্রণালয়টি ১২টি পাইলট আশ্রয় গৃহ, যার নাম "গরিমা গৃহ", ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য চালু করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা মন্ত্রণালয়টি আশ্রয় গৃহের স্থাপন এবং পরিচালনা জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক

সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

13. গরিমা গৃহ কোথায় অবস্থিত?

গরিমা গৃহগুলি মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, বিহার, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু এবং উড়িষ্যায় অবস্থিত।

14. গরিমা গৃহের উদ্দেশ্য কী?

গরিমা গৃহের প্রধান উদ্দেশ্য ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের প্রয়োজনে নিরাপদ এবং নিরাপদ আশ্রয় সরবরাহ করা।

15. গরিমা গৃহে কি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

গরিমা গৃহে প্রয়োজনমত ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা যত্ন এবং মনোরঞ্জন সুবিধা সহ মৌলিক সুবিধা সরবরাহ করে এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের ক্ষমতা উন্নয়ন / দক্ষতা উন্নয়ন পরিচালনা করে।

16. মন্ত্রণালয় কি কোভিড পরামর্শ জারি করেছে?

হ্যাঁ। মন্ত্রণালয় ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোভিড উপযুক্ত আচরণের সংক্ষেপে একটি পরামর্শ জারি করেছে।

17. কোভিড সম্পর্কিত সতর্কবার্তাটি কোথায় পাওয়া যায়?

মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রদত্ত কোভিড সতর্কবার্তাটি জাতীয় ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের পোর্টালে (https//transgender.dosje.gov.in/) পাওয়া যায়।

18. ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের কোনও হেল্পলাইন আছে কি? হ্যাঁ থাকলে, সেই নম্বর কী?

হ্যাঁ, ৮৮৮২১৩৩৮৯৭

19. এই হেল্পলাইনের উদ্দেশ্য কী?

কোভিড লকডাউন পর্যায়ে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের মানসিক সহায়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা। হেল্পলাইনের উপর পরামর্শ দেওয়া হয় পেশাদার মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা।

BEHALA KEERTIKA

MAIN OFFICE :- L/C-1, O.D.R.C. HOUSING ESTATE
KOLKATA – 700038

Email : keertikawithu@gmail.com
Website : www.keertika.org